দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 APR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাক্ষেত্রে অচলাবস্থা

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট ভিন্ন অন্য কিছু চিন্তা করে না। আর সে সার্টিফিকেট বৈধ কিংবা অবৈধ পন্থায় অর্জিত হলেও অভিভাবকগণ মহাখুশী। মোদ্দা কথা ছেলে তার পাস দিলেই হলো। ঢাকা শহর ব্যতীত বাংলাদেশের মফস্বলের পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ব্যাপকহারে নকল হয়। অসাধু শিক্ষক এবং প্রাশসনিক দুর্বলতার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতিতে রীতিমত নৈরাজ্য নেমে এসেছে। শিক্ষার্থীরা আজ তথাকথিত আধুনিকতার নামে বেহুশ। বিদ্যার্থীর মধ্যে দেশজ সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। শিক্ষা উন্নয়নের নামে অনেক কথা শোনা যায়। কিন্তু সেগুলো পত্রিকার পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে। বাস্তবে কাজ হয় অল্পই। বৃটিশরা এদেশে প্রথম শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিল তাদের প্রশাসন টিকে থাকা তথা সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে। সে শিক্ষা পদ্ধতি এদেশের মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ছিল না। আজও সেই কাঠামো পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। কুদরত-এ-খোদা শিক্ষা কমিশন হতে শুরু করে স্বাধীনতা উত্তর দেশে অনেক শিক্ষা কমিশনের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু দেশের মানুষের তাতে সুফল হয়নি। গণমানুষের চাহিদা মিটাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। দেশের বর্তমান হতাশাজনক শিক্ষা ব্যবস্থার হালচিত্রে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে পড়েছে যে, কোনো শিক্ষা কমিশনই দেশের মানুষের চাহিদা মিটাতে পারেনি। নইলে স্বাধীনতার এত বছর পরেও দেশের মানুষ জানতে পারলো না কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতিতে তারা মানুষ হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যত বংশধরগণ সুনাগরিক হয়ে বড় হবে। বর্তমানের হাল-অবস্থায় দেশের মানুষের সম্মুখে কোনো আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি নেই। শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করি কিন্তু গরজ করি না। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান দৈন্যদশার জন্যে এই অবস্থা অনেকাংশে দায়ী। দেশের প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং শিক্ষা শেষে ছাত্রের জীবনে সমস্যার কালাপাহাড় শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও পশ্চাদমুখী করে তুলছে। ইদানীং শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জনমনে বিভিন্ন চিন্তা-চেতনার উদয় হচ্ছে। অনেকে ধর্মীয় শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। প্রাচীনকালের পর্দা প্রথার কথাও শোনা যাচ্ছে। যে শিক্ষায় সাধারণ মানুষকে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত করে তোলা যায় সেটাই সর্বাগ্রে প্রবর্তন করা আবশ্যক। কেননা দেশের বৃহত্তর অংশ এখনও অশিক্ষিত। তত্ত্ব কথায় কাজ হবে অল্পই। দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শ্রীবৃদ্ধি প্রয়োজন। শুধুমাত্র সার্টিফিকেট নয়— প্রকৃত শিক্ষায় মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। দেশ সমাজতান্ত্রিক না হলেও দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অসাম্য ও অসমতা থাকলে শিক্ষায় হতাশা বৃদ্ধি পাবে। অপর ক্ষেত্রে সকল ছাত্রের মেধা ও বুদ্ধিমত্তা একরূপ নয়। তাই ছাত্রদের জোর করে কোনো শিক্ষা চাপিয়ে দিলে উল্টো ফল হয়। যে ছাত্র যে বিষয়ে পারদর্শী তাকে সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে বিদ্যার্জনের পথ করে দেয়া দরকার। যে ছাত্র ইংরেজীতে অপটু তাকে জোর করে ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা দেয়া বাতুলতা মাতর। বরং ইংরেজী বিদ্যা জোর করে চাপিয়ে দিলে উক্ত ছাত্র নকল করেই ইংরেজীতে পাস করতে চাইবে বেশী। এ দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে শ্রেণী শিক্ষক ও অভিভাবকদের উপর বর্তায়। বর্তমান অসম্পূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি ছাত্রের জীবন বিপন্ন করে তুলছে। বাধ্য হয়েই শিক্ষার্থীরা অসৎ পথ বেছে নেয়।

প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলোতে ইংরেজী এবং অংক বিষয়ে নকলের অপরাধে যে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয় অন্য সবগুলো বিষয়েও তত হয় না। এর প্রধান কারণ ছাত্ররা উক্ত বিষয়গুলো ভালকরে বুঝে না। নয়তঃ শিক্ষকগণ তাদের বুঝাতে পারেন না। এমন অনেক ছাত্র আছে যারা বীজগণিতের সূত্র মুখস্ত বলতে পারে— অথচ সূত্র ব্যবহার করে অংক কষতে পারে না। নিশ্চয় এ শিক্ষায় গলদ ছিল। শ্রেণী শিক্ষকের গাফিলতিও এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। নইলে অংক ও ইংরেজী পরীক্ষাতে প্রতিবছর পাইকারীহারে ছাত্রগণ বহিষ্কৃত হোত না। দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ দ্রুত একটি আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি বের করলে শিক্ষার্থীর সমস্যার কালাপাহাড় বহুলাংশে হ্রাস পাবে। দেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমে নৈরাজ্য কমবে। একজন শিক্ষার্থীর দ্বারা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হবে কি-না এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং অভিভাবক দ্বারা নির্বাচন করা উচিত। নইলে উচ্চ শিক্ষায়তনে এসে উক্ত ছাত্র অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে প্রতিযোগিতায় না পেরে নকল করে পাস করার চেষ্টা করবে। সকল ছাত্রের মেধা একরকম নয়।

কারিগরি শিক্ষায় পারদর্শী হলে নীচু ক্লাস হতেই তাকে কারিগরি শিক্ষায় নিয়োগ করা প্রয়োজন। যে কোনো স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ করতে পারলে শিক্ষার্থীর অসাধু পথ এবং হতাশ জীবনের অবসান হয়। যে কোনো শিক্ষার সাথে শিক্ষার্থীর নৈতিক চরিত্র গঠন আবশ্যক। শিক্ষা পদ্ধতি দেশের মানুষের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য হওয়া একান্তভাবে কাম্য।

—ইমদাদ উদ্দিন